কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে রাসায়নিক সারের দাম বেশি নেওয়ায় দুইজনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের।

বুধবার (২১জুলাই) বেলা ১১টায় উপজেলার আইলচারার বাজারে এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আইলচারা বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়। আইলচারা বাজারে সোনালী এন্টার প্রাইজে গিয়ে দেখা যায় তিনি ৮শ টাকার ইউরিয়া সার ৯৮০ টাকা দরে এবং ৭৫০ টাকার এমওপি ১১৬০ টাকা দরে বিক্রয় করছেন।

একই বাজারে মেসার্স মুন্সি ট্রেডার্সে গিয়ে দেখা যায় ইউরিয়া ৯৭০ টাকা দরে এবং এমওপি ১১৭০ টাকা দরে বিক্রয় করছেন। সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে উভয় প্রতিষ্ঠান কে ১০ হাজার টাকা করে মোট ২০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মোঃ মশিউর রহমান, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ কায়সারুজ্জামান।

মিরপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে সুভাষ চন্দ্র (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে মিরপুর ষ্টেশন সংলগ্নে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুভাষ চন্দ্র মিরপুর উপজেলার আদিবাসীপাড়ার বংশীর ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পোড়াদহ রেলওয়ে থানার (জিআরপি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনজের আলী জানান, দুপুরে ঢাকা থেকে খুলনাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেন তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনাস্থলে রেলওয়ে পুলিশ পৌঁছানোর পর নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।

ভরা বর্ষা মৌসুমে পানি না থাকায় পাটে জাগ দিতে পারছে না কুষ্টিয়ার কৃষকরা

ভরা বর্ষা মৌসুমে পানি না থাকায় পাট নিয়ে বিপাকে পড়েছেন কুষ্টিয়ার বিভিন্ন উপজেলার কৃষক-কিষানিরা। আষাঢ় মাস শেষ হয়ে শ্রাবণ মাসের চার তারিখ।

অথচ এই ভরা বর্ষা মৌসুমেও খাল-বিল, পুকুর, ডোবা, নালা, জলাশয়গুলোতে বর্ষার পানি না আসায় পাটজাগ না দিতে পেরে কৃষক-কিষানিরা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন।

সোনালি আঁশ পাট কেটে পানির আশায় খেতেই স্তুপ করে রেখেছেন অনেক কৃষক, এতে রৌদ্রতাপে অনেক পাট খেতেই শুকিয়ে নষ্ট হচ্ছে। পাট কাটাসহ ফসল ঘরে ওঠানো নিয়ে মহাসংকটে সময় পার করছেন চাষিরা। পানি স্বল্পতা ও শ্রমিক সংকট এতে নাজেহাল অবস্থায় কৃষকরা।

বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে দেখা যায়, বিরূপ আবহাওয়া মধ্যেও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার অধিক পাট চাষ হয়েছে এবং আবহাওয়া বিরূপ হওয়ায় এবার অধিক পরিশ্রম ও সেচ দিয়ে পাট বাঁচাতে হয়েছিল তাদের।

সব কিছুর পর এবার বাম্পার ফলন হয়েছে কিন্তু পানির অভাবে কৃষক পড়ছেন চরম বিপাকে। কেউ কেউ ভ্যান, নছিমন, ঠেলাগাড়িযোগে কাঁচাপাট নিয়ে ছুটছে পানির খোঁজে।

পাট চাষীদের লোকসানের সম্ভাবনা না থাকায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে পাট চাষির সংখ্যা। এ বছর পাটের আবাদ বৃদ্ধি ও পাটের বাম্পার ফলন।

ভেড়ামারায় কাঙ্খিত বৃষ্টিপাতের অভাবে জলাশয়গুলো ভরাট না হওয়ায় পাট জাগ দিতে না পারায় কৃষকরা পড়েছেন মহাবিপাকে। ফলন ভালো এবং বাজার দর ভালো থাকায় কৃষকের মুখে হাসি ফুটলেও সময়মত পানির অভাবে পাট জাঁগ (পঁচানো) নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ভেড়ামারা উপজেলার পাট চাষিরা। এ দুশ্চিন্তায় কৃষকদের ঈদ তেমন ভালো হয়নি।

সরেজমিনে জানা যায়, এবার আশানুরুপ বৃষ্টি না হওয়ায় পানির অভাবে পাটের জাগ দিতে পারছেন না উপজেলার কৃষক।
উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধীদপ্তর থেকে জানা গেছে, এবার ভেড়ামারা উপজেলায় পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে।

গত বছর ৪৩১৫ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হলেও এবার হয়েছে ৪৩৬০ হেক্টর জমিতে। লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৪২৫০ হেক্টর। আবাদ হয়েছে ৪৩৬০ হেক্টর।পাট আবাদ এই উপজেলায় বুদ্ধি পেয়েছে ১১০ হেক্টর।

কিন্তু ভারী বর্ষণ না থাকায় অনেক কৃষক পাট কাটতে চাচ্ছেন না। আবার অনেকে পাট কেটেও জমিতে ছিটিয়ে বা স্তুপ করে রেখেছেন। কেউ কেউ শ্যালো মেশিন দিয়ে পানির ব্যবস্থা করলেও তাতে বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে। নিশ্চিত লাভ জেনেও পানির অভাবে কৃষকের স্বপ্ন অধরা থেকে যাচ্ছে। এমনিতেই পাট চাষে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়। পঁচা পানিতে আঁশ এড়ানো শ্রমিকদের মজুরীও বেশি।

উপজেলার জগশ্বর গ্রামের পাটচাষী আব্দুর রাজ্জাক ও পরানখালী গ্রামের আমিরুল ইসলামসহ অনেকে জানান, এবার বৃষ্টিপাত কম, পাট জাগ দিতে পারছিনা। তাছাড়া নদীতে পাট জাগ দিতে গেলে আনা নেওয়ার খরচ উঠবে না। আশপাশে শ্যালো মোটরের ব্যবস্থা না থাকায় সেচের পানিও পাচ্ছিনা।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শায়েখুল ইসলাম বলেন, দুই সপ্তাহ আগে বৃষ্টিপাতে নদীসহ বিভিন্ন খালে পানি দেখাদেয়। ফলে কৃষকরা তাদের সোনালী আঁশ পাট কাটতে শুরু করেন। কিন্তু এরপর আর বৃষ্টিপাত না হওয়ায় খরায় পানি শুকিয়ে যায়। ফলে পাটের বাম্পার ফলন হলেও পানি সংকটে পড়েছেন কৃষকরা।

তিনি আরো জানান এ বছর প্রাকৃতিক খরার কারণে ভরা মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় পানির অভাবে কৃষকরা পাট জাগ দিতে পারছেন না। তবে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে কৃষক যাতে পাট পচাতে পারেন সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

ঘটনার ১৬ দিন পর সাংবাদিকদের নিয়ে বসলেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিক হাসিবুর রহমান ওরফে রুবেল নিখোঁজ ও হত্যার ১৬ দিন পর জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) সরাসরি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

এক সপ্তাহ ধরে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের বিভিন্ন কর্মসূচি চলার পর মঙ্গলবার দুপুরে এসপি খাইরুল আলম তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। আশ্বাস দেন, দ্রুতই এই হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

সাংবাদিক হাসিবুর হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে ও হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে কুষ্টিয়ায় কর্মরত গণমাধ্যমকর্মীরা প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছেন। জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও এসপির কার্যালয় ঘেরাওসহ বিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছে।

গতকাল সোমবার শহরের পাঁচ রাস্তা মোড় এলাকায় বঙ্গবন্ধু ম্যুরালের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশে হাসিবুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকাকে রহস্যজনক বলে মন্তব্য করেন সাংবাদিকেরা।

আগামী রোববার আমরণ অনশনেরও ঘোষণা দেন সাংবাদিক নেতারা।

এসব কর্মসূচির মধ্যে মঙ্গলবার বেলা ১১টায় এসপি খাইরুল আলম তাঁর কার্যালয়ে আন্দোলনরত সাংবাদিকদের ডেকে বৈঠক করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা এডিটরস ফোরামের সভাপতি মজিবুল শেখ, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, সাংবাদিক নূর আলম দুলাল, হাসান আলী, সোহেল রানা, গোলাম মওলা, শরীফ বিশ্বাস, এস এম জুবায়েদ রিপন, এস এম রাশেদ, তৌহিদী হাসান প্রমুখ।

দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা বৈঠকে এসপির সঙ্গে জেলার শীর্ষ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এসপি খাইরুল আলম বৈঠকে বলেন, হাসিবুরের লাশ গড়াই নদে উদ্ধার হওয়ায় মামলাটি নৌ পুলিশ তদন্ত করছে। কিন্তু জেলা পুলিশ ছায়া তদন্ত করছে।

ইতিমধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা) ফরহাদ হোসেন খানের নেতৃত্বে একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বোর্ডের সদস্যরা রাতদিন ২৪ ঘণ্টা এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে কাজ করছেন। তাঁরা বেশ কয়েকটি সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। সূত্র ধরে অনেক দূর আগানো হয়েছে। শিগগিরই জড়িত ব্যক্তিদের ধরা সম্ভব হবে। তবে এই সময়ের মধ্যে যেন পুলিশকে প্রতিপক্ষ ভাবা না হয়।

এই হত্যা মামলা নিয়ে এখন থেকে সাংবাদিকদের হালনাগাদ তথ্য জানানো হবে বলে জানান এসপি। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, হাসিবুর সাতটি মুঠোফোন সিম ব্যবহার করতেন। এসব সিমের মাধ্যমে বেশ কিছু টাকা অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে গত কয়েক সপ্তাহে। সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে হাসিবুর বেশির ভাগ সময় সিম বাদে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতেন। ৩ জুলাই নিখোঁজ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সর্বশেষ কুমারখালী জয়নাবাদ এলাকায় গড়াই নদের পাশ থেকে তাঁর মুঠোফোন বন্ধ হয়ে যায়।

৩ জুলাই রাত নয়টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের সিঙ্গার মোড়ে পত্রিকা অফিসে ছিলেন হাসিবুর। তখন মুঠোফোনে একটি কল পেয়ে অফিস থেকে বের হয়ে যান। এর পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। তাঁর মুঠোফোনটিও বন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। এ ঘটনায় কুষ্টিয়া মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে তাঁর পরিবার।

এর চার দিন পর ৭ জুলাই দুপুরে কুমারখালী পৌরসভার তেবাড়িয়া

এলাকায় গড়াই নদে নির্মাণাধীন গোলাম কিবরিয়া সেতুর নিচ থেকে হাসিবুরের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ৮ জুলাই রাতে হাসিবুর রহমানের চাচা মিজানুর রহমান বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে কুমারখালী থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

নিহত হাসিবুর কুষ্টিয়া জেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, স্থানীয় দৈনিক কুষ্টিয়ার খবর পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও দৈনিক আমাদের নতুন সময় পত্রিকার কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ঠিকাদার ছিলেন। তিনি কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং এ ব্লক এলাকার মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে।

কুষ্টিয়ায় ফেনসিডিল রাখার দায়ে ২ ভাইয়ের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের ৪৩ বোতল ফেনসিডিল রাখার মামলায় বাহাদুর শেখ (২৮) কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। একই সাথে তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একই মামলার অপর আসামি বাহাদুরের ছোট ভাই রুবেল শেখ (২৭)কে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সোমবার (১৮ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এই রায় দেন। মামলার দুই আসামি পলাতক থাকায় তাদের অনুপস্থিতিতেই রায় ঘোষণা করেন আদালত।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত বাহাদুর শেখ দৌলতপুর উপজেলার মুথরাপুর গ্রামের ইমদাদুল শেখ এর ছেলে এবং রুবেল শেখ তারই ছোট ভাই। কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অ্যাড: অনুপ কুমার নন্দী কারাদণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ১৮ আগষ্ট গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার মুথরাপুর গ্রামের

কবরস্থানের পাশের পাকা সড়কের উপর অভিযান চালিয়ে ৪৩ বোতল আমদানী নিষিদ্ধ ভারতীয় ফেন্সিডিল সহ বাহাদুর শেখ এবং তার ছোট ভাই রুবেল শেখকে গ্রেফতার করে দৌলতপুর থানা পুলিশ । ওই ঘটনায় দৌলতপুর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম বাদি হয়ে ওই দিনই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দৌলতপুর থানায় বাহাদুর শেখ এবং তার ছোট ভাই রুবেল শেখের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় দীর্ঘ তদন্ত শেষে বাহাদুর এবং রুবেলের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

দীর্ঘ শুনানি শেষে সোমবার বিজ্ঞ আদালত আসামী বাহাদুর শেখকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং তার ছোট ভাই রুবেল শেখকে ৫ বছরের কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অ্যাড: অনুপ কুমার নন্দী বলেন, মামলা চলাকালিন সময় আসামিদ্বয় জামিনে মুক্তি পেয়ে পালিয়ে যায়। যার কারণে তাদের অনুপস্থিতিতেই আদালত রায় ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকের খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিক রুবেল হত্যার প্রতিবাদ ও জড়িত খুনিদের গ্রেপ্তার দাবিতে কুষ্টিয়া জেলার সর্বস্তরের সাংবাদিকবৃন্দের ব্যানারে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে সাংবাদিকরা।

সোমবার (১৮ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল চত্বরে এডিটরস ফোরামের সভাপতি মজিবুল শেখের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে জেলা ও উপজেলার সাংবাদিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় সাংবাদিক নেতারা রুবেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও

প্রতিবাদ জানানোসহ হত্যাকাণ্ডে জড়িত খুনিদের গ্রেপ্তার দাবি জানান কুষ্টিয়ার সর্বস্তরের সাংবাদিকবৃন্দের নেতৃবৃন্দ। নৃসংশ এই হত্যাকাণ্ডের দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনও পুলিশ ও মামলার সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এঘটনায় নূন্যতম সন্তোষজনক তথ্য উপস্থাপনে ব্যর্থ হওয়ায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

আন্দোলনের সমন্বয়ক কুষ্টিয়া এডিটরস ফোরামের সভাপতি মজিবুল শেখ অবিলম্বে সাংবাদিক রুবেল হত্যার রহস্য উন্মোচনসহ জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি করেন। অন্যথায় এবার কাফন মিছিলসহ আবারও লাগাতার কঠোর কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে বলেও হুশিয়ারি দেন। এ সময় তিনি ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে কাফনের কাপড় পরিহিত মিছিলসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ঘেরাও কর্মসূচী পালন করা হবে বলেও ঘোষণা দেন।

এদিকে সাংবাদিক রুবেল হত্যা মামলায় সন্দেহজনক দুই জনকে গ্রেপ্তারের দাবি করে শনিবার(১৬ জুলাই) সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের দাপ্তরিক ই-মেইল থেকে প্রেরিত র্যাব-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পনি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি সূত্রে র্যাবের দাবি করেন।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- কুষ্টিয়া পৌর এলাকার থানাপাড়ার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে মো. কাজী সোহান শরিফ (৪৪) ও কুষ্টিয়া পৌর এলাকার চর কুঠিপাড়ার মৃত খন্দকার হারুন অর রশিদের ছেলে খন্দকার আশিকুর রহমান জুয়েল (৪০)।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন র্যাব -১২ সিপিসি-১ এর কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মো. ইলিয়াস খান। পরে গ্রেপ্তার আসামিদেরকে মামলাটির তদন্তকারী সংস্থা পাবনা ঈশ্বরদী লক্ষীকুণ্ডা নৌ-পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

কুষ্টিয়ায় জেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকারের যৌথ অভিযান ৮০ হাজার টাকা জরিমানা

ক্ষতিকর মাত্রায় পারদ (মার্কারি) ও হাইড্রোকুইনোন থাকায় ১৭টি রং ফর্সাকারী ক্রিম বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)।

সোমবার (১৮ জুলাই) কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে এসব ক্ষতিকর কসমেটিকস বিক্রির অভিযোগে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী শারমিন নেওয়াজ ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

তারা জানান, বিএসটিআই কর্তৃক নিষিদ্ধ ক্ষতিকর মার্কারি ও হাইড্রোকুইনোনযুক্ত বিভিন্ন ব্রান্ডের রঙ ফর্সাকারী ক্ষতিকর স্কিন ক্রিম বিক্রয়ের অপরাধে কুষ্টিয়া শহরের বড় বাজারের বজলু স্টোরকে ৪০ হাজার টাকা এবং জাহাঙ্গীর স্টোর কে ৪০ হাজার জরিমানা করা হয়। একই সাথে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিকর স্কিন ক্রিম ধ্বংস করা হয়।

অভিযানে সহায়তা করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন, জেলা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাঠ পরিদর্শক জিয়া হায়দারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

সম্প্রতি, ক্ষতিকর মাত্রায় পারদ (মার্কারি) ও হাইড্রোকুইনোন থাকায় ১৭টি রং ফর্সাকারী ক্রিম বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)। খোলাবাজার থেকে বিভিন্ন ধরনের রং ফর্সাকারী স্কিন ক্রিমের নমুনা সংগ্রহ করে বিএসটিআইয়ের ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা শেষে ১৭টি স্কিন ক্রিমের নমুনায় মাত্রাতিরিক্ত মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মার্কারি ও হাইড্রোকুইনোনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। ফলে এসব ক্রিম

উৎপাদন, আমদানি, বিপণন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিডিএস অনুযায়ী সর্বোচ্চ মাত্রা ১ পিপিএম ও হাইড্রোকুইনোনের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৫ পিপিএম থাকার কথা। অথচ ১৭টি ক্রিমেই মার্কারির মাত্রা ৪০ পিপিএম থেকে ২২২ পিপিএম ছাড়িয়েছে। আর আনিজা কসমেটিকসের আনিজা গোল্ড ও বাংলাদেশের নাটোরের গোল্ড কসমেটিকস ইন্ডাস্ট্রিজের গোল্ডে হাইড্রোকুইনোন পাওয়া যায় ৮ থেকে ৩০ পিপিএম। নুর গোল্ড কসমেটিকস, পাকিস্তানের নুর হারবাল বিউটি ক্রিমে মার্কারির পরিমাণ ২২২ দশমিক ২১ পিপিএম। লাওয়া ইন্টারন্যাশনাল পাকিস্তানের পাস্ক ক্রিমে মার্কারির পরিমাণ ২১৯ দশমিক১৩ পিপিএম।

কুমারখালীতে নিহত কলেজছাত্রের মরদেহ নিয়ে স্বজনদের বিক্ষোভ মিছিল, গ্রেপ্তার ১

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে নয়ন কুমার সরকার (২২) নামের এক কলেজছাত্রকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলার নন্দনালপুর ইউনিয়নের নন্দনালপুর বাজার এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে নিহতের স্বজন, প্রতিবেশী ও শত শত গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

মিছিল শেষে ইউনিয়নের হাবাসপুর বহলার চরে লাশটি মাটিচাপা দেওয়া হয়। নিহত যুবক ইউনিয়নের নন্দনালপুর গ্রামের যগেশ কুমার সরকারের ছেলে ও আলাউদ্দিন আহমেদ ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র।

মিছিলে বিক্ষোভকারীরা বলেন, ‘কলেজছাত্র নয়নকে কৌশলে ডেকে নিয়ে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা ঘাতকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’

এদিকে কলেজছাত্র নয়ন কুমার সরকারকে হত্যার অভিযোগে মো. আলম

(৩৮) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে জেলার খোকসা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে আসামিকে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। আলম নন্দনালপুর ইউনিয়নের বাঁশআরা গ্রামের মো. মুন্সীর ছেলে।

পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নন্দনালপুর ইউনিয়নের বাঁশআড়া গ্রামের করিম আলীর মেয়ের সঙ্গে কলেজছাত্র নয়ন কুমার সরকারের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পারিবারিকভাবে নয়নকে শাসন করা হয়েছিল। এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ চলছিল।

এরই মধ্যে গত শনিবার মধ্যরাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন নয়ন। নিখোঁজের পরদিন গতকাল রোববার ভোররাতে নন্দনালপুর ইউনিয়নের সোন্দাহ নতুনপাড়া মাঠের মধ্যে সড়কের পাশ থেকে নয়নকে অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর পেয়ে স্বজনেরা উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে পাঠান। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে পাঠান। পরে ওই দিন দুপুরে ঢাকা যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায় পুলিশ।

এ ঘটনায় কলেজছাত্রের বাবা হত্যার অভিযোগে গতকাল রোববার রাতে কুমারখালী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় প্রেমিকার চাচাসহ ৮ জনকে আসামি করা হয়।

নিহতের বাবা যগেশ কুমার সরকার বলেন, ‘করিমের মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল নয়নের। এ নিয়ে করিমের পরিবার হুমকি দিয়ে আসছিল। প্রেমের জেরেই ছেলেকে আসামিরা ডেকে নিয়ে হাতুড়ি, লোহার রডসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। থানায় মামলা করেছি। উপযুক্ত বিচার চাই আমি।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, প্রেম সংক্রান্ত ঘটনার জেরে হত্যার অভিযোগে থানায় মামলা করেছেন নিহতের বাবা। এরই মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়ার সাংবাদিক রুবেল হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহে দুজন গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার বহুল আলোচিত চাঞ্চল্যকর সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রুবেল হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) একটি টীম।

এরা হলেন কুষ্টিয়া শহরের থানা পাড়ার গোলাম রহমান রোড এলাকার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে কাজী সোহান শরীফ (৪৪) এবং চর কুঠিপাড়া এলাকার মৃত খন্দকার হারুন অর রশিদের ছেলে আশিকুর রহমান জুয়েল।

শনিবার সন্ধ্যায় র্যাব-১২ কুষ্টিয়া কোম্পানির কমান্ডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, র্যাব সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখা ও র্যাব-১২ এর একটি আভিযানিক দল গত শুক্রবার দিবাগত রাতে সাড়ে ৩টার সময় সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করে। তবে কি কারণে বা কারা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এ ব্যাপারে কিছু জানায়নি র্যাব।

দুপুরের দিকে আটকদের রুবেল হত্যা মামলার তদন্তকারী সংস্থা নৌ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গত ৩ জুলাই রাতে কুষ্টিয়া জেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় কুষ্টিয়ার খবরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হাসিবুর রহমান রুবেল নিখোঁজ হন।

নিখোঁজের ৫ দিন পর গত ৭ জুলাই দুপুরে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কুমারখালী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তেবাড়িয়া গ্রামের গোলাম কিবরিয়া ব্রিজের নিচে গড়াই নদী থেকে সাংবাদিক রুবেলের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহত সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রুবেলের চাচা মিজানুর রহমান বাদী হয়ে গত ৮ জুলাই কুমারখালী থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

এদিকে সাংবাদিক রুবেল হত্যাকান্ডের আসামীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবীতে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহসহ সারা বাংলাদেশের সাংবাদিকরা মানববন্ধন, স্বারকলিপিসহ নানা কর্মসূচী পালন করে আসছেন।

বাংলাদেশ কখনও শ্রীলঙ্কা হবে না : হানিফ

বাংলাদেশ কখনও শ্রীলঙ্কা হবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ। তিনি বলেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা নিয়ে বিএনপি স্বপ্ন দেখছে অভিযোগ করে মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন, এই স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। বাংলাদেশ কখনও শ্রীলঙ্কা হবে না।

বুধবার সকাল ১০টায় কুষ্টিয়ায় নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে হানিফ এই মন্তব্য করেন।

বিএনপির সমালোচনা করে হানিফ বলেন, ‘দেশের উন্নয়ন যাদের পছন্দ নয়, উন্নয়ন দেখলেই যাদের গাত্রদাহ হয়, তারা বাংলাদেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো হবে বলে বেড়াচ্ছেন। যারা শ্রীলঙ্কার স্বপ্ন দেখছেন, এর আগে তারা মিসরকে নিয়েও স্বপ্ন দেখেছেন। বাংলাদেশের অবকাঠামো ও অর্থনীতি শ্রীলঙ্কার মতো নয়, তাই বাংলাদেশ কখনও শ্রীলঙ্কা হবে না, আর বিএনপির মন থেকে শ্রীলঙ্কার স্বপ্ন মুছে যেতেও বেশি সময় লাগবে না।

আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘সকাল-বিকাল যাদের সরকারবিরোধী মিথ্যাচার করার অভ্যাস তারা আসলে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি দেখে গাত্রদাহের কারণে এসব কথা বলে যাচ্ছেন।

এ সময় তিনি কুষ্টিয়ার সাংবাদিক রুবেল হত্যা নিয়ে কথা বলেন। সদর আসনের এই সংসদ সদস্য বলেন, সাংবাদিক রুবেল হত্যার মামলা পিপিআইতে দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে। দ্রুত তদন্ত শেষে এই মামলার রহস্য উদঘাটন ও দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।

যশোরে যুবদল নেতা হত্যায় সরকারকে দায়ী করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর- এই প্রসঙ্গে হানিফ উল্টো প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, ‘এই ধরনের অভিযোগ করার আগে বিএনপির সময়ে আওয়ামী লীগের ২৬ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যার দায় কি মির্জা ফখরুল সাহেবরা স্বীকার করে নিয়েছেন?